তথ্য-ভিত্তিক উন্নয়ন-বিতর্ক প্রসারে

তথ্যপাতা

সংখ্যা ০৩ :: ২০১৩

স্বাস্থ্যসেবায় জনগণের অধিকার ও বাজেট

রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও বাজেট অগ্রাধিকারে সমন্বয়

বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে স্বাস্থ্যসেবা

- **সংবিধানের ১৫ (ক)** অনুচ্ছেদ অনুসারে নাগরিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব।
- **১৮ (১)** অনুচ্ছেদ অনুসারে জনগণের পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য।
- **জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১**-এর সুনির্দিষ্ট ৩টি উদ্দেশ্যের একটি হচ্ছে:

> সমতার ভিত্তিতে সেবা গ্রহীতাকেন্দ্রিক মানসম্মত **স্বাস্থ্যসেবার সহজপ্রাপ্যতা** বৃদ্ধি ও বিস্তৃত করা।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূল লক্ষ্যে বলা হয়েছে:

> সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সংবিধান অনুযায়ী ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহ অনুসারে **চিকিৎসাকে অধিকার** হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চিকিৎসার মৌলিক উপাদান পৌঁছে দেয়া এবং পুষ্টির ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা।
>
> এবং
>
> জনসাধারণ, বিশেষ করে গ্রাম ও শহরের দরিদ্র এবং পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্পন্ন ও **সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা** নিশ্চিত করা।

সুতরাং, বঞ্চিত জনগোষ্ঠীসহ সকল নাগরিকের স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা বাংলাদেশের যেমন একটি অন্যতম **উন্নয়ন লক্ষ্য**, তেমনি একটি **রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব**।

স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের অর্জন

বিগত একদশকে স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেবা দুই ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের **লক্ষণীয় অর্জন** রয়েছে:

- প্রতি ১০০০ জনের জন্য হাসপাতালে শয্যার সংখ্যা **২০০১** থেকে **২০১১** সালের মধ্যে **০.৩** থেকে **০.৬**-এ উন্নীত হয়েছে।
- **২০০১** থেকে **২০১৩** সালের মধ্যে মাতৃ মৃত্যুর হার প্রতি লক্ষ-তে **৩২২** থেকে **১৯৪**-এ নেমে এসেছে।

বাংলাদেশের বাজেটে স্বাস্থ্য-বরাদ্দ

- জনসংখ্যা বিবেচনায় প্রয়োজনের তুলনায় বাংলাদেশে **স্বাস্থ্য সেবায় বাজেট বরাদ্দ অপ্রতুল**।
- ২০১৩-১৪ সালে স্বাস্থ্যসেবায় বরাদ্দ মোট বাজেটের মাত্র **৪.৩ শতাংশ**!

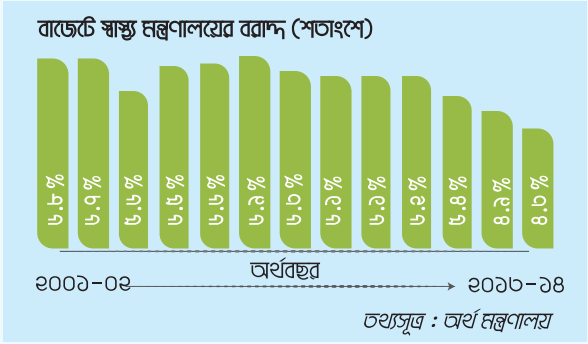

তথ্যসূত্র : অর্থ মন্ত্রণালয়

- যদিও একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে এটি অস্বাভাবিক নয়, তবে উদ্বেগের বিষয় হলো বিগত বেশ কিছু বছর যাবৎ বাজেটের শতাংশে **স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ক্রমেই কমছে**।
- **এডিপি** বা উন্নয়ন বাজেটের স্বাস্থ্য খাতেও একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।
- উন্নয়ন বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ **২০০৯-১০** থেকে **২০১৩-১৪** অর্থবছরে **৪.২ শতাংক** কমে মাত্র **৬.৪ শতাংশে** এসে দাঁড়িয়েছে।

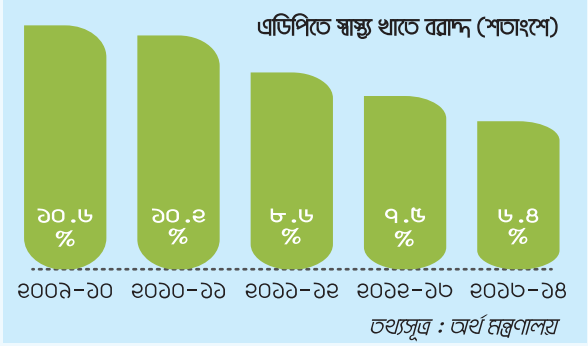

তথ্যসূত্র : অর্থ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য বাজেটে বৈদেশিক সাহায্য

- বাংলাদেশের স্বাস্থ্য-বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এর **বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা** ।
- ২০১৩-১৪ উন্নয়ন বাজেটে বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে অর্থায়ন হবে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দের **৬১.৫**

স্বাস্থ্য খাতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের চেয়ে বিদেশী বিনিয়োগ বেশি !

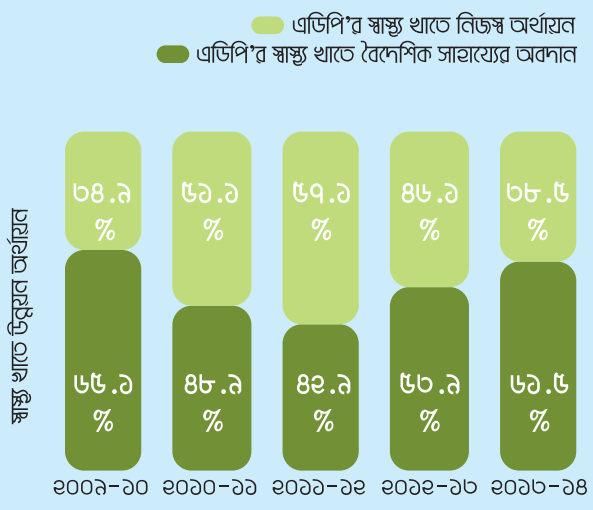

তথ্যসূত্র ঃ আই এম ই ডি

প্রদীপ সিএসও পার্টনার এবং তাদের নাগরিক সমাজ সংগঠন ডিপিপিএফ বা 'জেলা পাবলিক পলিসি ফোরাম' জননীতি প্রস্তুতি প্রক্রিয়া ও আইনি প্রক্রিয়ায় জনগণের বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট।

মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে সিএসও পার্টনার ও ডিপিপিএফ গুলো বর্তমানে যে বিষয়গুলো নিয়ে অ্যাডভোকেসি করছে তার মাঝে রয়েছে:

- উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সরকারী চিকিৎসকদের নিয়মিত নিয়োগ এবং উপস্থিতি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকদের জন্য বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা।
- সরকারী সহায়তায় পরিচালিত ধাত্রী প্রশিক্ষণ পুনরায় চালু করার উদ্যোগ নেওয়া।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা ও রাষ্ট্রীয় বাজেট

- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য **সামাজিক নিরাপত্তা বলয়** গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্যসেবায় বরাদ্দ রাখা হয়েছে **৫৯৫.৫ কোটি টাকা** ।
- এই বরাদ্দ এবছরের মোট সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের **২.৩ শতাংশ** এবং জাতীয় বাজেটের **০.৩ শতাংশ** ।

সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে স্বাস্থ্যসেবা

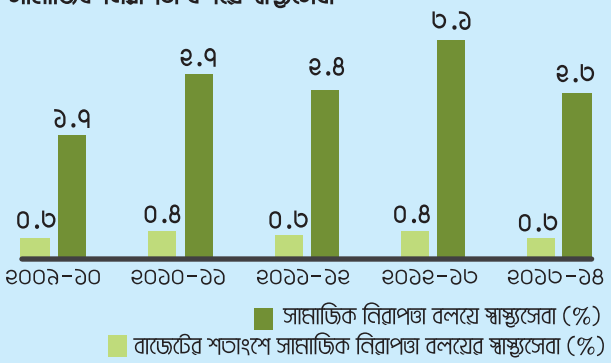

তথ্যসূত্রঃ অর্থ মন্ত্রণালয়

- তবে এক্ষেত্রেও উৎকণ্ঠার বিষয় হলো **বিগত ৪ বছরের মধ্যে** এবছরই সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে স্বাস্থ্যসেবার অংশ শতকরা হিসেবে সবচেয়ে কম।
- আরও উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা যায় যে নিরাপত্তা বলয়ে যে বরাদ্দ থাকে তার একটি উল্লেখযোগ্যঅংশ বিভিন্ন কারণে **কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছেনা** ।

প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ও বাজেট অগ্রাধিকারে সমন্বয়

- রাষ্ট্রের অগ্রাধিকারে স্বাস্থ্য সেবা, বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর **স্বাস্থ্য সেবা একটি অগ্রাধিকার হলেও বাজেটে তা পুরোপুরি প্রতিফলিত নয়** ।
- দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপকতা বিবেচনায় সামাজিক নিরাপত্তায় **স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি** ।
- সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের সুবিধাদি যেন **কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছে ঠিক ভাবে পৌঁছায়** সে ব্যাপারেও সজাগ থাকা বিশেষভাবে জরুরি।

তথ্যের জন্য যোগাযোগ- আই.আই.ডি > ইমেইল- email@iid.org.bd :: ওয়েবসাইট- www.iid.org.bd :: ফোন- (৮৮০২) ৯১০১০১৬

সহায়তায়

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

The Asia Foundation

UKaid from the British people

প্রকল্প সহযোগী

dnet

গবেষণা/বাস্তবায়ন

IID Institute of Informatics and Development

Disclaimer: This Info-Page has been developed under Promoting Democratic Institutions and Practices (PRODIP) program funded by USAID and UKaid and implemented by The Asia Foundation. The information provided on this Info-Page is not official U.S. Government information and does not represent the views or positions of UKaid, USAID or the U.S. Government or The Asia Foundation.